সংবাদ

তারিখ ... 9 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুর্নীতি অনিয়ম বিশৃঙ্খলা

শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

প্রতিনিধি, আগৈলঝাড়া (বরিশাল)

বরিশালের আগৈলঝাড়ার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজটি বর্তমানে নানা দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে অনেক খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ। একাধিক সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালের ১৩ এপ্রিল শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজের গভর্নিংবডির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাড. তালুকদার মো. ইউসুসের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গভর্নিংবডির এক সদস্য এইচএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্রে 'আগৈলঝাড়া শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজ'-এর স্থলে শুধু 'আগৈলঝাড়া ডিগ্রি কলেজ' লেখাটি সভাপতিকে অবহিত করা হলে সভাপতি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হেমায়েত উদ্দিনের কাছে এর কারণ জানতে চান। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এছাড়াও প্রবেশপত্রের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কমিটির নির্দেশ ছাড়া অতিরিক্ত টাকা আদায়, প্রভাষক ফারুক ফকিরের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটিতে গত দু'বছরেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে নিয়োগ করাতে না পেরে ওই রিপোর্ট প্রকাশ না করে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনাসহ অধ্যাপক ও কর্মচারীদের সঙ্গে অকারণে দুর্ব্যবহার করার কারণও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিতে পারেননি। এ সময় সভাপতি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে বলেছিলেন, আমি আপনাকে ভর্ৎসনা করছি। আপনার মতো অযোগ্য অধ্যক্ষের কলেজ কমিটি থেকে আমার পদত্যাগ করা উচিত। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ১৫ দিনের মধ্যে এসব বিষয়ে সমস্যা সমাধান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ওই সভায় উপস্থিত থাকা গভর্নিংবডির একাধিক সদস্য নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, স্বাধীনতার পর স্বনেক চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর বাবা শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালে ৫ একর জমির ওপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে কলেজটি সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত হয়। এই সদস্যরা ক্ষোভের সঙ্গে আরও জানান, উজিরপুর উপজেলার হাবিবপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন হেমায়েত উদ্দিন। তার সব শিক্ষা সনদে ৩য় বিভাগ থাকার পরেও আগৈলঝাড়ায় শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজের মতো একটি বনামধন্য কলেজে উপাধ্যক্ষ পদে গত আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পান। তিনি এখনও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হলে এবং কলেজটি সরকারি হলে যোগ্যতানুযায়ী তিনি চাকরি হারাবেন। তাই তিনি মনেপ্রাণে চাচ্ছেন না কলেজটি সরকারি হোক।